

সূরা আন্নূর-২৪

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

বিভিন্ন পণ্ডিতদের ঐক্যমত হলো, বর্তমান সূরাটি হ্যরত রসূলে করীম (সা:) এর মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল। নবী করীম (সা:) এর পবিত্র সহধর্মীগু উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা (রা:) এর বিরুদ্ধে অপবাদজনিত দুঃখজনক ঘটনা, যা এই সূরাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হিজরী ৫ম সনে সংঘটিত হয়েছিল। হিজরী ৫ম সনে যখন হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) বনী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচলনা করে ফিরে আসেন তার পরে সেই বৎসরের রম্যান মাসে উক্ত ঘটনা ঘটে। পূর্ববর্তী সূরা আল মো'মেনুনের সাথে বর্তমান সূরাটির এই দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে যে পূর্বের সূরাতে বলা হয়েছিল, ইসলাম ধর্মে মু'মিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক সর্বদাই থাকবে যাঁরা তাঁদের তাকওয়া ও পুণ্য কর্মের বদৌলতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সহায়তা লাভ করবেন। কী প্রকারে বা পদ্ধতিতে আল্লাহর সেই সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তা বর্তমান সূরাতে আলোচিত হয়েছে এবং একটি নির্ধারিত নীতি হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে ন্যায় ও পুণ্য কর্মাদি সম্পাদন, জাতীয় পর্যায়ে উন্নত নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণ, পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত ভাবে কঠোর শৃংখলা পালন ইত্যাদি এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। এর জন্য বর্তমান সূরাটির শুরুতেই কীভাবে জাতীয় পর্যায়ে উন্নতি ও নৈতিকতা সংরক্ষণ করা যায় তার প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ সহ নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও সংক্ষার-মূলক কী বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে তার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরাতে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হয়েছিল, এ সব বিশ্বাসী যাদেরকে আল্লাহর সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাঁদের একটি গুণ হচ্ছে, তাঁরা তাঁদের কাম-পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান। বর্তমান সূরার বিষয় বস্তুতে পূর্ববর্তী প্রসংগের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জাতীয় উন্নতি ও সফলতা লাভ করতে হলে এবং তা বাজায় রাখার জন্য একটি জাতির প্রজ্ঞা, নীতি ও আদর্শ পবিত্র হওয়া জরুরী, সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সমরোতা ও প্রশংসনীয় সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে কঠোর শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর গুরুত্ব প্রদান করা একান্তভাবে দরকার। তদুপরি প্রয়োজনে ব্যক্তি-স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয়-স্বার্থের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব ও জাতীয় প্রয়োজনকে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান করা বাস্তুনীয়।

বিষয়বস্তু

আলোচ্য সূরা কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে। যে সকল বিষয় একটি সমাজের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি এবং একটি জাতির নৈতিক অগ্রগতিকে অগ্রহ্য করা ছাড়া যেগুলোর প্রয়োজনীয়তাকে অধীকার করা যায় না, সেই আদর্শ ও পবিত্রতার প্রতি এ সূরাতে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু নারী পুরুষের অবৈধ যৌন-সম্পর্ক একটি সমাজের শৃংখলা ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডকে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় এবং এর সাথে জড়িত মন্দ প্রভাব যেহেতু সমাজের নৈতিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবাবলিক করে সেহেতু নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে অকারণে সন্দেহ পরিহার করার জন্য এই সূরাটিতে জোরালো নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং তাগিদ দেয়া হয়েছে, একটি সমাজে কতিপয় লোকের যৌন-নীতি বহির্ভূত বিপথগামিতায় যেন গোটা সমাজ আতঙ্কহস্ত হয়ে না পড়ে। কেননা এই ধরনের কতিপয় অন্যান্য কাজের দরক্ষন হ্যাত সমাজের অন্যান্য সবাই সচেতন ও সাবধান হবে এবং পরিণামে তা সমাজের জন্য মঙ্গল বলে বিবেচিত হবে। এই প্রসংগকে আরো বিস্তৃতি প্রদানপূর্বক মিথ্যা অপবাদ রটানোকে গভীর নিন্দনীয় কাজ হিসাবে তিরক্ষার করা হয়েছে। কেননা যদি একে অপরের নীতিহীনতা সম্পর্কে অপবাদ ছড়ায় তাহলে যৌন-কেলেংকাৰী সমাজে বৰং অধিকতর বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং বিশেষ করে সমাজের অল্লবয়শ নারী-পুরুষ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়বে যে অবাধ মেলা-মেশাতে কোন অপরাধ নেই। অতঃপর বিশ্বাসীদেরকে কঠোরভাবে জাতীয় নৈতিকতা রক্ষা ও এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সর্তর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা যেন এই নৈতিকতা রক্ষা ও হেফায়তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকে। এই বিষয়ে সর্তর্কতার অভাব হলে জাতীয় পর্যায়ে নৈতিক অবক্ষয় অবশ্যভাবী। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যদিও যৌন-বিষয়ক নীতিহীনতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে সার্বিকভাবে পুরো সমাজের অধঃপতন ঘটে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তবুও এ বিপথগামিতার জন্য দায়ী বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করে কঠোরভাবে শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। বস্তুত সকল সমাজে শিথিল চরিত্রের কিছু লোক বিদ্যমান থাকে যাদেরকে সাময়িকভাবে কিছুটা উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্তর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে, যারা ক্রমাগত তাঁদের পাপচার ও অনিষ্টকারী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং অশীল কথা-বার্তা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়িত রাখবে তাঁরা ইহকালে উভয় জগতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের অনাচার ও

পাপকার্যকে প্রকাশ করে দেবেন যার ফলে তারা লজ্জিত ও অপমানিত হবে। অতঃপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, মানুষ দ্বীয় অসতর্ক কাজ-কর্মের ফলেই এই ধরনের সন্দেহজনক ও কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এই ধরনের অসতর্ক কাজ-কর্মের জুলন্ত উদাহরণ হচ্ছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। কাজেই এই ধরনের পরিস্থিতি, যার ফলে মিথ্যা সন্দেহ ও অপবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে আলোচ্য সূরাটিতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা পূর্ব-অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ না করে। মুসলমান নর-নারীকে উদ্দেশ্য করে সূরাটিতে আরো বলা হয়েছে, যখন তারা একে অপরের সম্মুখীন হবে তখন তাদের দৃষ্টিকে আন্ত করবে এবং এমন সব পথ পরিহার করবে যা পাপ এবং পদশ্বলনের কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত রক্ষাকৰ্চ হিসাবে মুসলমান স্ত্রীলোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম যা হোক না কেন, ঐসব পুরুষদের প্রদর্শন না করে যারা গয়ের-মোহুরাম অর্থাৎ যারা তাদের সাথে বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের বাহিরের লোক (আয়াত ৩২)। অবশ্য তাদের শরীরের এমন কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে যেমন তাদের গঠন, উচ্চতা ইত্যাদি এর আওতাভুক্ত নয়। এই উদ্দেশ্যে তারা মাথার কাপড় বা উড়ন্ত-চাদর এমনভাবে পরিধান করবে যাতে বক্ষ পর্যন্ত ঢাকা থাকে (পর্দা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশদ অবগতির জন্য ৩২ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য)। জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বকৃত রক্ষাকৰ্চ হচ্ছে বিধবা-বিবাহ। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে, বিধবারা যেন অবিবাহিতা না থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ-বন্দী বা বন্দিনীদের মুক্তি প্রদানের ব্যাপারে যথাশীল্য সম্বৰ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তৎক্ষণিকভাবে যদি কোন যুদ্ধ-বন্দী বা বন্দিনী মুক্তির শর্তাবলী পূর্ণ করতে অপারণ হয় তাহলে সহজ কিন্তুতে সে যেন তার মুক্তিপণ প্রদান করতে পারে এর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সূরাটির শেষাংশ মুসলমানদেরকে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, জাতিগতভাবে নেতৃত্বকৃত উপর গুরুত্ব দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এই ব্যাপারে একটি বিশেষ নির্দেশ যা গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করতে হবে তা হচ্ছে, যেসব যুদ্ধ-বন্দী যারা গৃহত্য হিসাবে কাজ করে তারা (এমনকি ঐসব নাবালক ছেলে-মেয়েরাও) তাদের গৃহের মালিক অথবা তাদের পিতামাতার শয়ন কক্ষে সকাল হওয়ার পূর্বে, দুপুরে এবং রাত্রিকালে প্রবেশ করবে না। অন্য সময় অবশ্য বাড়ীর সকল সদস্যই গৃহাভ্যন্তরে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারবে। আর ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের সাবালক অবস্থায় উপনীত হবে তখন তাদেরও পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে। যারা বৃদ্ধা মহিলা এবং বিয়ের কামনা এবং প্রয়োজন যাদের নেই, ইচ্ছা করলে তারা পর্দার বিধান শিথিল করতে পারে। কিন্তু অপরিচিতদের নিকট তারাও নিজ নিজ সৌন্দর্য বা ভূষণ প্রদর্শন করতে পারবে না। পারিবারিক ব্যবস্থাপনার এই নির্দেশাবলীর প্র সূরাটি সামগ্রিকভাবে সমাজের সংশোধন যা পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে এবং জাতীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ব্যাপার যাতে সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ও নীতিমালা পেশ করেছে। অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তারা যদি শ্রেণী নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী তাদের জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তারা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই এই পথিকীর নেতা বলে পরিগণিত হবে এবং তাদের ধর্মও এই পথিকীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যখন তাদের শাসন আল্লাহর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্যের উপরে তাদের ধর্ম বিজয়ী হবে তখন তারা যেন সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, গরীব এবং অতাৰণ্তকে সাহায্য করে এবং তাদের রসূলের (সা:) আদেশ- নির্দেশ মেনে চলে।

সূরা আন নূর-২৪

মাদানী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ৬৫ আয়াত এবং ৯ রংকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। (এ) একটি মহান সূরা^{১০২৩} যা আমরা অবতীর্ণ করেছি এবং একে (অর্থাৎ এর ওপর আমল করাকে) অবশ্য পালনীয়^{১০২৪} করেছি। আর এতে আমরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর^{১০২৫} ।

★ ৩। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী^{১০২৫}-ক (অপরাধ প্রমাণিত হলে) তোমরা তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত^{১০২৬} কর। আর তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখলে আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে কোন কোমলতা যেন এদের উভয়ের পক্ষে তোমাদের প্রভাবিত না করে এবং মু'মিনদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।

سُورَةُ آثَرَ لَنَّهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا
فِيهَا أَيْتَ بَيْتَنِتْ لَعْلَكُمْ
تَذَكَّرُونَ ②

الْزَّايِّةُ وَالْزَّائِيْيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَسَوْلَةٍ
تَأْخُذُكُمْ بِمِمَّا رَأَيْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ
كُلَّنِمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أُخْرَى
وَلَيَشَهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ③

দেখুন : ক. ১১১ ।

২০২৩। কুরআনের সকল সূরার মধ্যে এই সূরাটিকে বিশেষভাবে ‘সূরাতুন’ অর্থাৎ একটি সূরা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে এই মর্মে যে ‘সূরা’ শব্দের অর্থ যেহেতু পদ বা মর্যাদা এই জন্য মুসলমানরা এই সূরার অন্তর্ভুক্ত বিধান ও অধ্যাদেশ পালন করে উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্বে উন্নীত হতে পারে ।

২০২৪। ‘যা আমরা অবতীর্ণ করেছি এবং একে (অর্থাৎ এর ওপর আমল করাকে) অবশ্য পালনীয় করেছি’ এই উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব এই সূরাতে সন্নিবিষ্ট আদেশগুলোর বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করে, যদিও কুরআনের অন্যান্য সূরাও আল্লাহ তাআলাই অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐগুলোর মধ্যকার আদেশসমূহও ফরয বা অবশ্য পালনীয় ।

২০২৫। এটি দুঃখজনক যে অন্য জাতির আচার -আচরণ ও রীতি -নীতির দাস-সুলভ অনুকরণের ফলে মুসলমানেরা কুরআন-করীমের অন্যান্য সূরাতে বর্ণিত অধ্যাদেশ অপেক্ষা তফসীরাধীন সূরার অধ্যাদেশ ও নিষেধগুলো অধিকতর লংঘন ও অমান্য করেছে ।

২০২৫-ক। ‘আয্যানীয়াতু’ এবং ‘আয্যানী’ অর্থে যথাক্রমে বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থায় ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী বুবায় ।

২০২৬। ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়কারী নিয়মাবলীর মধ্যে নৈতিক গুণকৃপে সতীত্ব ও সাধুতা অতি উচ্চ মার্গের গুণ বলে স্বীকৃত । একে রক্ষা করার ব্যাপক আদেশ-নিষেধ এই সূরাতে প্রবর্তিত হয়েছে । এই নিয়মের সামান্যতম লংঘন ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে অননুমোদিত । সতীত্ব সংযুক্তে ইসলামের অতি সূক্ষ্ম উপলক্ষ্যের বিষয় এই স্থলে ব্যক্ত হয়েছে যা উভয় অবস্থায় ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । শাস্তি একশত বেত্রাঘাত- অপরাধী বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত, একজন বিবাহিত এবং অপরজন অবিবাহিত হোক তাতেও কোন পার্থক্য নেই । এই আয়াত মতে ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে নির্ধারিত বেত্রাঘাত, প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা নয় । কুরআনে কোথাও ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ নেই । এমন কি ব্যভিচার অপেক্ষা অধিকতর জগন্য অপরাধ যা পরিকল্পিত হত্যা, ডাকাতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং দেশের শাস্তি বিস্তৃত করার জন্যও ইসলাম অপরিহার্যভাবে বা শর্তহীনভাবে হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করেনি । যদিও এই সমস্ত অপরাধের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তথাপি হত্যার রক্ত-পণ বা খেসারত আদায় (২১৭৯) এবং অন্যান্য অপরাধগুলোর জন্য কারাবাস অথবা নির্বাসন (৫৪৩০-৩৪) বিকল্প শাস্তি রূপে নির্ণিত হয়েছে । কুরআন করীমের অন্তর্ভুক্ত কৃতদাসীর ব্যভিচারের জন্য শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে সে বিবাহিতা স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক ভোগ করবে । (৪৪২৬) স্পষ্টতই প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে অর্ধেক করা সম্ভব নয় ।

৪। এক ব্যভিচারী (স্বাভাবিকভাবে) কেবল কোন ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে থাকে এবং এক ব্যভিচারিণীকে (স্বাভাবিকভাবে) কেবল কোন ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে থাকে^{২০২৬-ক}। আর এ^{২০২৭} (ঘণ্টা কাজ) মুমিনদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।

آلَّا زَانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ
مُشْرِكٌ جَ وَخِرْمَةً ذِلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⑤

কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্যুর্ঘটনাবে ব্যভিচারের শাস্তিরপে বেতাঘাতকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত অপরাধীর মধ্যে দণ্ডজ্ঞার বিষয়ে কোন প্রকারে বৈষম্য করেনি। কারণ আরবী ‘যানী’ অর্থ বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থায় যৌন-অপরাধী। এটা খুবই কৌতুহলোদীপক যে কোন ন্যায্যতা বা ভাষাবিদ্যাগত ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ছাড়াই কোন কোন মুসলিম মহলে এই ভুল ধারণা চালিয়ে দেয়া হয়েছে, তফসীরাধীন আয়াতটি এই ব্যাপারে কেবল অবিবাহিতের শাস্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত এবং বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। মনে হয় হাদীসে লিপিবদ্ধ কয়েকটি ঘটনা থেকে এই ভ্রাতৃ ধারণার উত্তর হয়েছিল যখন হয়রত রসুল করীম (সা:) এর নির্দেশে বিবাহিত ব্যক্তিরা যৌন অপরাধে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। এই কয়েকটি ঘটনার একটি ছিল এক ইহুদী পুরুষ এবং এক ইহুদী নারী যারা মুসায়া শরীয়ত অনুযায়ী প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল (বুখারী)। তাঁর নিকট নৃতন ঐশ্বী নির্দেশ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তওরাতের বিধান মেনে চলা মহানবী (সা:) এর নিয়ম ছিল। অপর দু’একটি বর্ণিত ঘটনায় প্রস্তরাঘাতে দণ্ডজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। তবে তা প্রমাণিত নয় যে তফসীরাধীন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অথবা পরে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল। এইরূপ অবস্থায় প্রতিভাত হয়, অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। কিন্তু বর্ণনাকারীর কিছু ভুল হিসাবের দরুন ধারণা করা হয়েছিল, এই আয়াত অবতরণের পরবর্তীতে তা ঘটেছিল। হাদীস- গ্রন্থে ঐতিহাসিক কালনির্দেশে ভুল পাওয়া যায় অথবা ব্যভিচার ছাড়া এমন কিছু উত্যক্ত পরিস্থিতির উত্তর হয়ে থাকতে পারে, যে জন্য আঁ হয়রত (সা:) দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুদণ্ডের মত চরম শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা ঘটনা বর্ণনাকারী ধর্তব্যের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নচেৎ এটা অভাবনীয়, পবিত্র নবী করীম (সা:) এই বিষয়ে সুপ্রস্ত এবং দ্যুর্ঘটন ঐশ্বী নির্দেশ লংঘন করে থাকতে পারেন।

ব্যভিচারের দণ্ড সম্বন্ধে ভুল বুঝার আরো একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে খলীফা হয়রত ওমর এবং আলী (রাঃ) এর প্রতি আরোপিত কিছু বর্ণনা। হয়রত ওমর (রাঃ) বলেছেন, “আল্লাহর কিতাবে ‘রজম’ (পাথর মারা) সম্বন্ধে একটি আয়াত ছিল। নবী করীম (সা:) ব্যভিচারীদেরকে পাথর মেরে হত্যা করেছিলেন এবং আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরেছিলাম। আমি লিখে রাখতে পারতাম। কিন্তু লোকেরা তখন কি বলতো যে ওমর আল্লাহর প্রস্তুতে যা ছিল না তা সংযোজন করেছিল (কাশফুল গুমমাহ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১১১)। এই সম্পূর্ণ হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা উত্তোলন বলে প্রতিভাত হয়, অথবা বড় জোর তা হয়রত ওমর (রাঃ) এর প্রকৃত বর্ণনা ভুল বুঝার ফলশ্রুতি। যা কুরআনের অংশ ছিল তা কুরআনে লিপিবদ্ধ করলে কেমন করে তা সংযোজন বলা যেত পারতো এবং হয়রত ওমর (রাঃ) এর মত ব্যক্তিত্ব সঠিক কর্ম করতে কার ভয়ে ভীত হতে পারতেন। বর্ণিত আছে, হয়রত আলী (রাঃ) এক ব্যভিচারিণীকে বেতাঘাত করার পর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি তাকে বেতাঘাত করেছি ঐশ্বী কিতাবের হৃকুম মানতে এবং পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি পবিত্র রসুল (সা:) এর প্রথান্যায়ী’ (বুখারী)। এই বর্ণনাগুলো থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টত উত্তৃত : (১) ব্যভিচারের শাস্তির বিষয়ে রসুল করীম (সা:) এর রীতি কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী, কিন্তু তা অসম্ভব, (২) হয়রত ওমর (রাঃ) এর প্রতি আরোপিত বর্ণনান্যায়ী কুরআন মজীদে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ ছিল। পক্ষান্তরে হয়রত আলী (রাঃ) এর কথিত মতে এরূপ কোন হৃকুম ছিল না। কিন্তু তা কেবল নবী করীম (সা:) এর প্রথা ছিল। যে কারণে তিনি (আলী-রাঃ) ব্যভিচারের জন্য অপরাধী লোকদেরকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিবৃতি কেবল পরম্পর বিরোধীই নয় বরং এগুলো প্রকাশ্য ঐশ্বী বিধানের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। অতএব এগুলো নির্জলা মিথ্যা উত্তোলন এবং অবশ্যই বাতিল (আরো দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী’ ১৮৩৬-১৮৩৮ পৃষ্ঠা)।

২০২৬-ক। ‘নিকাহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিয়ের মাধ্যমে অথবা বিয়ে ছাড়া যৌন সংসর্গ এবং যৌন সহবাসহীন বিয়ে (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট অর্থাৎ যখন এক পুরুষ কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে রতি ক্রিয়া করে, যে তার বৈধ বা বিবাহিতা স্ত্রী নয় তখন সে যেমন ব্যভিচারী বলে গণ্য হয়, তেমনি ঐ স্ত্রীলোকটি ও ব্যভিচারণী বলে গণ্য হয়। এখানে ‘নিকাহ’ শব্দ উক্ত আভিধানিক অর্থে যৌন-সহবাস বুঝায় এবং বিয়ে বুঝায় না। কিন্তু এই স্থানে ‘নিকাহ’ শব্দের মর্ম যদি বিয়ে ধরে নেয়া হয়, যেমন কোন কোন ব্যক্তি এরূপ

৫। আর ক্ষয়ারা সতীসাধী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, এরপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না সেক্ষেত্রে তোমরা তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করো না। আর এরাই দুষ্কৃতকারী^{২০২৮}।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَزْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَنِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبِلُوهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ^১

৬। ক্ষতবে যারা এরপর তওবা করে এবং (নিজেদের) শুধৰে নেয় তাদের কথা ভিন্ন। (এদের ক্ষেত্রে) নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও)^{২০২৯} বার বার কৃপাকারী।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ
أَصْلَحُوا جَيْلَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ^১

দেখুন : ক. ২৪৪২৪ খ. ৪১৮।

বলেছেন তাহলে এর অর্থ হবে, একজন 'যানী' অর্থাৎ একপ অসৎ লোক যে স্বাধীনভাবে নির্লজ্জ ব্যভিচারে প্রশ়্যায়ী, সে একজন বিশ্বাসী সতী-সাধী নারীকে তার সাথে বিয়ে কখনো সম্মত করাতে পারবে না। একমাত্র তারাই মত দুষ্ট ও নীচমানের নেতৃত্বের অধিকারী এক নারীই তাকে বিয়ে করতে রাজি হতে পারে।

২০২৭। সর্বনাম 'এ' (ঘৃন্য কাজ) শব্দটি ব্যভিচার করার প্রতি ইঙ্গিত করছে। ইসলাম ধর্ম সকল সামাজিক হীন পাপকর্মের অন্যতম পাপ ব্যভিচারকে নিকৃতম হিসাবে গণ্য করে এবং সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি বিস্তারের সমস্ত প্রধান পথ রূপ করতে চায় এবং একে কঠোর শাস্তি প্রদান করে এবং দোষীপক্ষগুলোকে সমাজে পতিত অশ্পৃশ্য করে নিন্দা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারণী উভয়ের জন্য শাস্তির অংশ তাগ করে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমান আয়াত তাদেরকে সামাজিক কুষ্টরোগীরূপে চিহ্নিত করেছে, যাদের সাথে সকল সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করা উচিত।

২০২৮। ব্যভিচারের পরেই অপর জন্য সামাজিক ব্যাধি যা মানব সমাজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে ফেলে তাহলো নির্দোষ ব্যক্তির সম্বক্ষে অপবাদ দেয়া। ইসলাম এই সামাজিক ব্যাধিকে চৰম অপচৰনানীয় গণ্য করে (যা তথা-কথিত আধুনিক সভা সমাজে প্রায় সার্বজনীন রূপ নিয়েছে) এবং নির্দোষ, ব্যক্তিদের সম্পর্কে অভিযোগকারীর কঠোর শাস্তি বিধান করে। আয়াতটি অপবাদ রটনাকারীর জন্য পর্যায়ক্রমে তিনি প্রকার শাস্তির বিধান দিয়েছে : (ক) দৈহিক বেত্র-দণ্ড, (খ) মিথ্যা বর্ণনাকারী ও মিথ্যা হলফকারীরূপে অপমানিত করা, যা তাদের সাক্ষ্য দানকে বাতিল করে দেয় এবং (গ) ঐশ্বী বিধান লংঘনকারীরূপে বিচারপূর্বক আধ্যাত্মিক কলংক-চিহ্ন স্থির করা। লক্ষণীয় যে অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা এর কোন উল্লেখ এখানে করা হয়নি। সুতরাং যে পর্যন্ত না অভিযোগকারী তার অভিযোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, সে পর্যন্ত সেই নালিশ মিথ্যা সাব্যস্ত হবে এবং প্রতিফলে অভিযোগ উত্থাপনকারী নিজেই নির্ধারিত শাস্তি-যোগ্য বলে দায়ী করবে। প্রকৃত ঘটনা যাই হোক না কেন, অভিযোগে বর্ণিত অভিযুক্ত স্ত্রীলোক নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে যে পর্যন্ত না শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অপবাদ ও কৃৎসা রটনার অপরাধ শক্ত হাতে দমন করাই শরীয়তের লক্ষ্য। এই আয়াতে অন্তর্ভুক্ত ছকুম পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য, যদিও ব্যবহৃতশব্দ 'মুহসেনাত' যার অর্থ সতী-সাধী নারী। আরবী ভাষায় যখন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তখন পুঁলিঙ্গের ব্যবহার করা হয়। এই খানে অপবাদ রটনার শাস্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এই নির্দেশ, এই মিথ্যা কলংকের শিকার পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, কিন্তু যেহেতু স্ত্রীলোকই সাধারণত এই জাতীয় অপবাদের শিকারে পরিণত হয়ে থাকে সেহেতু আয়াতটিতে 'সতী-সাধী নারী' বলা হয়েছে। এইরপে 'আল্লায়ীনা' (তারা) শব্দ যদিও পুঁলিঙ্গ, তবু পুরুষ এবং নারী উভয় অপবাদকারীকে বুঝায়।

২০২৯। অপবাদ রটনাকারী অনুত্বাপ করলে এবং নিজের সংশোধন করার পরে মিথ্যা কলংক রটনার জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে কোন্টা লাঘব করা যাবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রথম শাস্তি সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠে না। কারণ দোষী ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক- দণ্ড কার্যকর করা হয়। শেষের দুটি শাস্তি হ্রাস করা যেতে পারে কেবলমাত্র প্রকৃত অনুশোচনা প্রমাণিত হওয়ার পরেই।

৭। আর যারা নিজেদের স্তুর প্রতি অপবাদ আরোপ^{১০৩০} করে এবং নিজেরা ছাড়া তাদের অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ'র কসম খেয়ে 'নিশ্চয় সে সত্যবাদী' (এ কথা বলে) চার বার সাক্ষ্য দিতে হবে।

৮। আর পঞ্চমবারের (সাক্ষ্য) সে (বলবে,) '(সে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে তার ওপর আল্লাহ'র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক'!

৯। আর সে (অর্থাৎ স্তু) যদি চারবার আল্লাহ'র কসম খেয়ে এ সাক্ষ্য দেয়, 'নিশ্চয় সে (অর্থাৎ স্বামী) মিথ্যাবাদী', তবে এটা তাকে (অর্থাৎ স্তুকে) শাস্তি থেকে রেহাই দিবে।

১০। আর পঞ্চমবারের (সাক্ষ্য) সে (বলবে,) '(সে অর্থাৎ স্বামী) সত্যবাদী হলে তার (অর্থাৎ স্তুর) ওপর আল্লাহ'র ক্ষেত্র বর্ষিত হোক^{১০৩১}'!

১১। আর তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা^১ না হতো এবং আল্লাহ'র বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) পরম^১ প্রজ্ঞাময় না হতেন (তাহলে তোমরা কঠে পড়ে যেতে)।

১২। নিশ্চয় যারা এ মিথ্যা রটনা করেছিল তারা তোমাদেরই এক দল^{১০৩২}। তোমরা এ (বিষয়)টিকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য ভাল (কেননা এর দরজন তোমরা এক প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছ)। তাদের প্রত্যেকের

২০৩০। স্বামী এবং স্তুর মধ্যে সন্দেহ পোষণ যেহেতু পরিবারের সার্বিক সম্পর্কের উপর পরম্পরার অবিশ্বাসপূর্ণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে, সেহেতু তফসীরাধীন আয়াতে এক বিশেষ ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যাতে করে এরপ অশুভ অবস্থার উদ্ভব হলে মোকাবিলা করা যায়।

২০৩১। অভিযুক্ত স্তু তার স্বামীর মিথ্যা অভিযোগে চারবার শপথের মাধ্যমে নিজের পাপ-শূন্যতা প্রতিপাদন করলে এবং যদি স্বামীর অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চম শপথ তার নিজের উপর আল্লাহ'র তাআলার অভিশাপের কসম উচ্চারণ করলে কোন শাস্তি স্তুর উপর বর্তাবে না এবং স্বামীও স্তুকে অভিযুক্ত করার দায়ে শাস্তিযোগ্য থাকবে না। কিন্তু এহেন গুরুতর ফাটল ধরার পর এই দম্পতি স্বামী-স্তুরপে বাস করতে বিরত থাকবে। কারণ এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কোন সম্ভাবনা বাকী থাকবে না।

২০৩২। এই আয়াতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পঞ্চম হিজরী সনে ঘটেছিল। বনী মুস্তালিকের বিরুদ্ধে রসূল করীম (সাঃ) এর যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যবর্তনের সময় মদীনার অন্তিমদূরে কোন এক স্থানে মুসলমান সৈন্য বাহিনীকে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। এই অভিযানে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন মহান, পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী এবং বিশেষ কর্মক্ষমতা -সম্পূর্ণ তাঁর স্তু আয়েশা (রাঃ)। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাবু থেকে কিছু দূরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি বুুকাতে পারলেন, তাঁর গলার হার খানা কোথাও পড়ে গেছে। গলার হার এমন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল না। কিন্তু যেহেতু তা ছিল এক বাঙ্কীর নিকট থেকে ধার করে আনা সেই কারণে আয়েশা (রাঃ) তা খোঁজ করতে আবার বাইরে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তন করে অত্যন্ত দুঃখ ও বিবশ মনে দেখলেন, সৈন্য বাহিনী তাঁর বাহনের উন্নিসহ অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছে। পরিচর্যারত তাঁর সঙ্গীরা ভেবেছিল, হালকা-পাতলা ওজনের অল্প ব্যক্তা আয়েশা (রাঃ) উটের পিঠে ডুলার মধ্যেই আছেন। তিনি অসহায় অবস্থায় বসে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। সাফওয়ান নামক মুহাজের যিনি পশ্চাত্ভাগে আসছিলেন তিনি তাঁকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
لَّهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا آنفُسُهُمْ فَشَهَادَةٌ
أَكْحَدُهُمْ أَزْبَعُ شَهَادَتِ بِإِيمَانِ رَبِّهِ لِمَنْ
الصَّادِقِينَ ④

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَذِيلِينَ ⑤

وَيَدْرُؤُ أَعْنَاهَا الْعَذَابَ إِنْ شَهَدَ أَزْبَعَ
شَهَادَتِ بِإِيمَانِ رَبِّهِ لِمَنَ الْكَذِيلِينَ ⑥

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَنَّ
اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ ⑧

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِلَارْفَثٍ عُصَبَةٌ
مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُهُ شَرًّا لِكُفْرٍ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَكُمْ لِيُكْلِ امْرِئٌ مِنْهُمْ مَا

ততটুকু (শাস্তি) হবে যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে এবং তাদের মাঝে যে এর মুখ্য ভূমিকায় ২০৩৩ ছিল তার জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে এক মহা আয়াব।

১৩। তোমরা যখন তা শুনেছিলে তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা কেন নিজেদের সম্বন্ধে সুধারণা পোষণ করেনি এবং কেন বলেনি, ‘এটা তো ডাহা মিথ্যা’?

১৪। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে এল না? অতএব তারা যখন সাক্ষী আনেনি সেক্ষেত্রে তারাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী ২০৩৪।

১৫। ক্রার ইহকালে ও পরকালে তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা না হতো তাহলে যে (পরীক্ষায়) তোমরা পড়ে গিয়েছিলে এর ফলশ্রুতিতে এক মহা আয়াব অবশ্যই তোমাদের ওপর নেমে আসতো

★ ১৬। তোমরা যখন এ (মিথ্যা) কথা পরম্পর মুখে মুখে ছড়াতে থাকলে এবং নিজেরাই এমন কথা বলতে আরম্ভ করলে, যে সম্পর্কে তোমাদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না এবং তোমরা এটিকে গুরুত্বহীন মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল এক গুরুতর (অপরাধ)।

দেখুন : ক. ২১৬; ৪১৪।

কেননা পর্দা সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশাকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের উটে চড়িয়ে নিজে উটের পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে মদীনায় নিয়ে এলেন (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ)। এই ঘটনাকে সম্বল করে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুনের প্ররোচনায় মদীনার মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অপবাদ রটনা করেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মধ্যে ও কয়েকজন এতে জড়িত ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার ওহীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যারা এই মিথ্যা অভিযোগ উত্তোলনে ও রটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল এবং কুৎসারটনাকারী ও তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঐশ্বী-নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল।

২০৩৩। “যে এর মুখ্য ভূমিকায় ছিল” শব্দগুলো মদীনার মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর প্রতি ইঙ্গিতে বুঝায়, যে এই মিথ্যার উত্তোলন করেছিল এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল। মদীনার বাদশাহ হওয়ার উচ্চাভিলাষ ও ব্যাকুল বাসনায় ইসলামের বিরুদ্ধে তার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল এবং সে এক কলংকময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

২০৩৪। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পুরুষ বা মুসলমান নারীকে ব্যভিচারের জন্য অভিযুক্ত করে এবং তার সেই অভিযোগ প্রমাণে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং সেই কারণে ইসলামী বিধানের অধীনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে একজন, দুইজন এমনকি তিনজনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হাজির করলেও। এই অসৎ কর্ম করতে দেখাৰ বাস্তব ঘটনা জনসাধারণে প্রচার কৰার অধিকার ইসলাম কাউকেও প্রদান করে না।

اَخْتَسَبَ مِنَ الْأَرْثَمَهْ وَالَّذِي تَوَلَّ
كَبَرَهُ وَمِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{১৭}

لَوْلَا إِذَا سِمعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِنَاتُ بِإِنْفِسِهِمْ حَيْرَاءً وَ قَالُوا
هَذَا إِنْفَكَ مُبِينٌ^{১৮}

لَوْلَا جَاءُ وَعَلَيْهِ بِأَزْبَعَةٍ شَهَدَاءَهُ
فِإِذَا لَمْرَ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءَ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ^{১৯}

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي
الْأَرْضِيَا وَالْأُخْرَقَ لَمْسَكُمْ فِي مَا أَفَضَّتُمْ
فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{২০}

إِذْ تَلَقَّوْنَاهُ بِالْإِسْتِيْكَمْ وَتَقُولُونَ
إِنَّفَوْا هِكْمُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ
تَحْسَبُونَهُ هَيْتَنَا بِهِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
عَظِيمٌ^{২১}

১৭। আর তোমরা যখন এটা শুনেছিলে তখন তোমরা কেন বললে না, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করার আমাদের কোন অধিকার নেই। (হে আল্লাহ)! তুমি পবিত্র। এ এক অনেক বড় অপবাদ’।

১৮। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তাহলে এরপ কাজ পুনরায় কখনো করো না।

১৯। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আদেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

২০। মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক এটা যারা চায়, নিশ্চয় তাদের জন্য ইহকালে এবং পরকালে^{১০০} যন্ত্রণাদায়ক আয়াব রয়েছে। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

২১। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা যদি তোমাদের ওপর না হতো এবং আল্লাহ (যদি) অতি স্নেহশীল (ও) বার বার [১০] কৃপাকারী না হতেন (তাহলে অশ্লীলতা তোমাদের মাঝে ৮ ছড়িয়ে পড়তো)।

২২। হে যারা ঈমান এনেছ! ক্ষেত্রে তোমরা শয়তানের^{১০০} পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে-ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় সে (অর্থাৎ শয়তান) অশ্লীলতার ও অপচন্দনীয় কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা যদি না হতো তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৬৪:৪৩; ১৯:৪৫; ৩৬:৬১।

২০৩৫। ইসলামের দৃষ্টিতে সতীত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের রটনা এবং অপপ্রচার অসৎ কর্মের সমতুল্য জঘন্য অপরাধ। ইসলাম উভয় অপরাধের নিদা করেছে এবং শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছে। কৃত্স্না রটনার জন্য কঠোরতর দণ্ডবিধান রয়েছে। কারণ এটা আকস্মিক যৌন ব্যভিচার অপেক্ষা যৌন অসততাকে ব্যাপকভাবে ছড়ায় এবং সংশ্লিষ্ট সমাজে অধিকতর শোচনীয় পরিণতি সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। কৃত্স্না রটনা যদি কোন সমাজে অবাধে প্রশ্রয় লাভ করে তাহলে আতংক ও ঘৃণা সহকারে তা পরিহার করার সকল অনুভূতি লোপ পাবে। ফলে সমাজে নেতৃত্বক অবক্ষয় লাগামহীন হয়ে যাবে এবং সেই জাতিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা বিরাজ করবে। এই কারণে নেতৃত্বকর সমস্ত ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়বে।

২০৩৬। যেহেতু মানব প্রকৃতিতে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অসৎ কর্ম করতে দ্বিধা এবং আতংকাবৃত্তি জন্মাগতভাবে রোপিত, সেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় শয়তান তার প্রতিরোধের শিকারকে প্রকাশ্যে অসৎ কর্ম করতে প্রসূর করা এড়িয়ে চলে। সে তাকে ধাপে ধাপে ক্রমশ নেতৃত্ব ধর্মসের দিকে পরিচালিত করে। অন্যায়ভাবে অপরাধের নামে কৌশলে বা গোপনে অপবাদ দেয়া আরম্ভ করে অবশেষে ব্যক্তিটি নিজেই সেই অপরাধটি করে বসে।

وَلَوْ كَرِدْ سِمْعُتْمُؤْهَ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا
أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا عَلَيْكَ هَذَا
بِهَنْكَ عَظِيمٌ^{১৪}

يَعْظُكُمْ أَنَّهُ أَنْ تَعْزُدُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^{১৫}

وَمُبْتَدِئُنَ اللَّهُ كُلُّمَا الْأَيْتِ^{১৬} وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَكِيمٌ

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنَّ تَشِيهَ
الْفَاجِشَةُ فِي الَّذِينَ أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلَيْمٌ^{১৭} فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^{১৮} وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^{১৯}

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^{২০}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا حُطُوتَ
الشَّيْطَنِ^{২১} وَمَنْ يَتَبَعُ
حُطُوتَ الشَّيْطَنِ^{২২}
قَاتَلَهُ يَأْمُرُ^{২৩} بِالْفَحْشَاءِ^{২৪} وَالْمُنْكَرِ^{২৫} وَلَوْلَا
نَصَارَ^{২৬} اللَّهِ عَلَيْكُمْ^{২৭} وَرَحْمَتُهُ^{২৮} مَا زَكَى
مِنْكُمْ^{২৯} وَمَنْ^{৩০} أَحَدٌ^{৩১} إِلَّا^{৩২} كَنَّ^{৩৩} اللَّهَ يُرَبِّي^{৩৪}
مَنْ يَسْأَءُ^{৩৫} وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ^{৩৬}

★ ২৩। আর তোমাদের মাঝে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন তাদের আত্মীয়স্বজন, অভাবী^{১০৩৭} এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না বলে কসম না খায়, বরং তারা যেন (তাদের) ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২৪। নিশ্চয় যারা সতীসাধ্বী (ও) সাদাসিদা^{১০৩৮} মুমিন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকালে এবং পরকালে অভিশঙ্গ হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আয়াব।

২৫। (আর স্মরণ কর সেদিনকে) ক্ষেত্রে তাদের জিহ্বা ও তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে^{১০৩৯}।

২৬। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের যথার্থ প্রাপ্য পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, নিশ্চয় আল্লাহই সুখকাশিত সত্য^{১০৪০}।

২৭। অপবিত্র বিষয়গুলো অপবিত্র লোকদের জন্য এবং অপবিত্র লোকেরা অপবিত্র বিষয়গুলোর জন্য এবং পবিত্র বিষয়গুলো পবিত্র লোকদের জন্য এবং পবিত্র লোকেরা পবিত্র বিষয়গুলোর জন্য^{১০৪১}। এরা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) [৬] তা বলে সেসব বিষয়ে তারা (অর্থাৎ পবিত্র লোকেরা) নির্দোষ।
৯ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়্ক।

দেখুন : ক..১৭৩৩; ৩৬৪৬; ৪১৪২-২৩ খ. ২০৪১৫; ২২৪৬; ২৩৪১৭ গ. ৮৪৭৫; ২২৪৫।

২০৩৭। হতে পারে, এই ইঙ্গিত হ্যরত আবুবকর (রাঃ) এর প্রতি করা হয়েছে। তিনি মিস্তাহ নামীয় তার এক দরিদ্র আত্মীয়কে বরাদ্দকৃত ভাতা বন্ধ করেছিলেন, যে দুর্ভাগ্যবশত হ্যরত আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় জড়িত ছিল।

২০৩৮। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) এর বিষয়ে ‘গাফেলাও’ নিরীহ শব্দ তাঁর সম্পূর্ণ নির্দোষিতা সাব্যস্ত করে এটাই বুবাছে যে সেই সতত এবং ধার্মিকতার পরমোৎকর্ষের আদর্শস্থানীয়ার কোন অন্যায় করার চেতনাই ছিল না।

২০৩৯। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। বিজ্ঞান এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে যার ব্যবহার কোন ব্যক্তির কথাকে সুরক্ষিত করতে পারে, এমনকি তার হাত, পা অথবা তার দেহের অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনের শব্দ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। এই সকল যন্ত্রপাতি চোর এবং অন্যান্য অপরাধী থেকে সচেতন হতে এবং কৈফিয়ৎ নিতে পুলিশকে অনেক সাহায্য করছে। এই সকল যন্ত্রের সহায়তায় একজন দোষী ব্যক্তির জিহ্বা, হাত ও পা কেমন অবস্থায় ছিল তা সাক্ষ্যরূপে তার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করতে পারে। বিজ্ঞান এই বাস্তব অবস্থাও প্রতিপাদন করেছে যে বায়ুমণ্ডলে প্রতিটি ব্যক্তি কথা, অবস্থা বা ক্রিয়া তার ছাপ রেখে যায়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী এই ছাপসমূহ পরজীবনে বাস্তবে মুর্ত করা হবে এবং এইরূপে ভাল বা মন্দ কর্মের কর্তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার বিরুদ্ধে অথবা পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে।

وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْهُمْ وَالسَّعْدَةُ
أَنْ يُؤْتَنَا أُولَئِكَ الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينَ وَ
الْمُهَاجِرِينَ فِي سَيِّئِلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيَعْفُوا
وَلَيَضْعُفُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ، وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ^{১৩}

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمَوْنَ الْمُخْصَنَاتِ الْغَافِلُونَ
الْمُؤْمِنُونَ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ^{১৪}

يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَ
أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{১৫}

يَوْمَئِذٍ يُوَرَّثِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَ
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ^{১৬}

الْغَيْبِيَّثُ لِلْغَيْبِيَّثِينَ وَ الْجَيْبِيَّثُونَ
لِلْجَيْبِيَّثِ وَ الطَّبِيبُ لِلطَّبِيبِينَ وَ
الْطَّبِيبُونَ لِلطَّبِيبِ وَ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ
كَرِيمٌ^{১৭}

২৮। হে যারা ঈমান এনেছ! ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ঘর ছাড় অন্য কারো ঘরে সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না দিয়ে চুকবে^{২০৪২} না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

২৯। আর তোমরা এসব (ঘরে) কাউকে না পেলে তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা এতে চুকবে না। আর তোমাদের ফিরে যেতে বলা হলে তোমরা ফিরে যেও। এটা তোমাদের জন্য বেশি পবিত্রতার কারণ হবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।

৩০। যেখানে তোমাদের জিনিসপত্র রয়েছে তোমরা এমন বসতিহীন ঘরে চুকলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তোমরা যা গোপন কর ^৪আল্লাহ^{্র} (তা) জানেন।

৩১। তুমি মু'মিনদের বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে^{২০৪৩} এবং তাদের লজ্জাস্থানের^{২০৪৩-ক} সুরক্ষা করে। তাদের জন্য এটা হবে বেশি পবিত্রতার কারণ। তারা যা করে সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ ভাল করেই অবগত আছেন।

দেখুন ৪ ক. ২৪৯৬২ খ. ২৪৩৪; ২১১১১; ৮৭৪৮।

২০৪০। সকল সত্যই আপেক্ষিক। একটি বিষয় এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক হতে পারে, কিন্তু অপর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নাও হতে পারে। একমাত্র আল্লাহই সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত সত্য এবং সকল বিষয়ের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত। অতএব তিনিই একমাত্র সঠিক এবং পূর্ণ প্রতিদান ও প্রতিফল দেয়ার অধিকারী।

২০৪১। 'আল-খাবিসাতু' শব্দের এক অর্থ অসৎ কর্ম বা অশ্লীল কথা। এই অর্থে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় দুষ্ট লোকেরা অসৎ কর্ম রটনার প্রশংসন নিয়ে থাকে, অথচ সাধু এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ থেকে সৎকর্ম এবং পবিত্র ও মহৎ কথা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।

২০৪২। কোন ব্যক্তির বাড়ীতে বা অফিসে তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে নিজের পরিচয়পত্র পাঠাবার রীতি একটি সঠিক পদ্ধা। এতে করে জানা যায়, সেই ব্যক্তি উক্ত সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাত দানে রাজী আছে কিনা। এটা কুরআনের উক্ত নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২০৪৩। উপরে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন করীম কোন বিষয়ে ভাসা-ভাসাভাবে দেখেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এর মূল উৎসে পৌছে যায়। কুরআন অনুযায়ী প্রত্যেক ভাল বা মন্দ নিশ্চিত এক মূল উৎস থেকে উৎসারিত হয়। সদ্গুর্গের ব্যাপারে একে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সম্পূর্ণ আয়তে রাখা সমীচীন বলে কুরআন নির্দেশ প্রদান করে এবং মন্দ বিষয়ে কুরআনের লক্ষ্য হলো একে সম্মুলে উৎপাটন করা ও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং এইভাবে এর সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। যেহেতু চক্ষুর মাধ্যমে সর্বাধিক মাত্রায় কুচিন্তা মনের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে সেহেতু তফসীরাধীন আয়াতে মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীকে পরম্পরের সাক্ষাতের সময়ে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتٍ كُمْ حَتَّى تَشْتَأْسُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَى أَهْلِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ^(১)

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا آخَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ حَذَرَانِ قَبْلَ
كُمْ ازْجِعُوا فَإِذْ جِعْوا هُوَ أَذْكُرَ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ^(২)

لَئِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ مَشْكُوَتٍ فِيهَا مَنَّا تَعْلَمُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدِؤُنَ وَمَا تَكْثُمُونَ^(৩)

قُلْ يَلْمُومُونِينَ يَعْصُو اِنْ اَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوزَ جَهَنَّمْ مَذْلِكَ آذْكُرَ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَضْعُونَ^(৪)

★ ৩২। আর তুমি মু'মিন নারীদের বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, কেবল তা ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ পায় এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় নিজেদের বুকের ওপর টেনে নেয়, তারা যেন তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীর পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের স্বামীর পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের ছেলে অথবা তাদের বোনের পুত্র অথবা তাদের নারী ২০৪৩-খ অথবা তাদের অধিকারভুক্তরা অথবা একপ পুরুষ পরিচারক যারা দুর্ক্ষমপ্রবণ নয় অথবা অল্পবয়স্ক শিশুরা যারা এখনো নারীদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করেনি, এরা ছাড়া অন্য কারো সামনে নিজেদের সাজগোজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন এমন ভঙ্গীতে না হাঁটে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে বিনত হও যেন তোমরা সফল হতে পার ২০৪৪।

وَقُلْ لِلّمُؤْمِنِّتِ يَغْصُصُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَخْفَطُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَ بِحُمْرِهِنَ عَلَىٰ
جِيُونِهِنَ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ اَوْ
اَوْ اَبْنَائِهِنَ اَوْ اَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَ اَوْ
رَاحْوَانِهِنَ اَوْ بَرْبَيْنَ اَخْوَانِهِنَ اَوْ بَرْبَيْنَ
اَخْوَاتِهِنَ اَوْ نِسَائِهِنَ اَوْ مَالِكَتِ
اِيمَانُهُنَ اَوْ التَّابِعَيْنَ غَيْرُ اُولِيِّ
الْأَرْزَقَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبَنِ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ
زِينَتِهِنَ وَتُؤْبُّوْرَأَيَ اللَّهُ جَمِيعًا اَيُّهُ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ ②

২০৪৩-ক। 'ফুরাজ' অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় হতে পারে।

২০৪৩-খ। সম্মশীল ও সন্দৰ্ভ স্ত্রীলোক।

২০৪৪। যেহেতু ইসলামী পর্দা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং অতি মাত্রায় ভুল বোবাবুরি (এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও) রয়েছে সেহেতু বহু বিতর্কিত এই বিষয়টির কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। নিম্ন উল্লেখিত আয়াতগুলোতে পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে :

(১) আর তুমি মু'মিন নারীদের বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের সুরক্ষা করে..." (২৪:৩২ অর্থাৎ তফসীরাবীন আয়াত)।

(২) হে নবী! তুমি তোমার পত্নীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের পত্নীদের বল, যেন তারা তাদের মাথার কাপড়কে নিজেদের উপর (মাথা থেকে টানিয়ে মুখমণ্ডল পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নেয়। এর মাধ্যমে তাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না" (৩৩ : ৬০)।

এই আয়াতে (৩৩ : ৬০) আরবী শব্দ 'জালাবীব' এক বচনে 'জিলবাব' যার অর্থ বহিরাবরণ বা চাদর (লেইন)।

(৩) "হে নবী পত্নীরা! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে চল। অতএব তোমরা নন্দি মিহি সুরে কথা বলো না, নতুনা যার অস্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুক্ত হতে পারে এবং সদা ন্যায়-সঙ্গত কথা বলো এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের অঙ্গযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না.... (৩৩:৩৩-৩৪)।

(৪) "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অধিকার ভুক্তদের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা এখনও থাণ্ড বয়সে পৌছায়নি তারা যেন তিনি সময়ে তোমাদের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করার), ফজরের নামায়ের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খোল এবং এশার নামায়ের পর;..... (২৪:৪৯)।

(ক) মুসলমান নারী যখন বাইরে যায় তাদেরকে 'জিলবাব' অর্থাৎ বহিরাবরণ পরিধান করা আবশ্যিক, যার দ্বারা মাথা থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত সমন্বয় দেহ ঢেকে যায়। এটাই কুরআন মজীদে বর্ণিত 'ইউদ্নীনা আলায়হিন্না মিন জালাবীবহিন্না' (৩৩:৬০)। বাহ্যিক দেহাবরণ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মুসলমান স্ত্রীলোককে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের কাম-লোলুপ দৃষ্টি বা উত্ত্বক করা অথবা অন্য কোন বামেলাপূর্ণ মানসিক বন্ধনগার হাত থেকে রক্ষা করা।

(খ) মুসলমান পুরুষ এবং নারী পরম্পরের সাথে সাক্ষাতে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে।

(গ) তৃতীয় আদেশটি, আপাত দৃষ্টিতে যদিও নবী করীম (সা:) এর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি প্রযোজ্য তবু তা কুরআন মজীদের রীতি অনুযায়ী মুসলমান স্ত্রীলোকদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। ‘এবং তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে, (৩৩:৩৪) কথাগুলোর পরোক্ষ প্রকাশ হলো, প্রয়োজনে স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু পক্ষান্তরে তাদের প্রধান ও মুখ্য কর্মক্ষেত্র হলো গৃহাভ্যন্তর।

(ঘ) উল্লিখিত তিনটি সময়ে এমনকি শিশুদেরও তাদের পিতামাতার একান্ত কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ পারিবারিক ভৃত্য বা কৃতদাসীরও মালিকের শয়ন কক্ষে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশের অনুমতি নেই।

প্রথম আদেশ স্ত্রীলোকদের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তারা দেহের বহিরাবরণ (বোরকা বা চাদর ইত্যাদি) পরিধান করবে যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে যায়। দ্বিতীয় আদেশ ‘পর্দা’ সম্পর্কে বুনিয়াদিভাবে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে যখন নিকট পুরুষ আচ্ছায়ণ বার বার আসা-যাওয়া করে। সেই ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীকে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যিক এবং নারীর জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন যাতে তাদের ‘যীনাত’ অর্থাৎ দেহের পোশাকের ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য প্রকাশ করা না হয়। সেই সময় তাদেরকে ‘জিল্বাব’ (বোরকা ইত্যাদি) পরিধান করা আবশ্যিকীয় নয়। কারণ খুবই নিকট স্বগোত্রীয় লোকজনের অবাধ এবং সচরাচর গমনাগমনের মধ্যে একপ করা বিরক্তিকর এবং অসম্ভবও। বর্ণনার প্রসঙ্গে এটাই মনে হয়, এই হকুম বাসগৃহের অভ্যন্তরের ‘পর্দা’ সম্পর্কিত। কারণ তফসীরাধীন আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিকটতম আচ্ছায়, যারা তাদের জ্ঞাতি লোকদের বাড়িতে সাধারণত যাওয়া-আসা করে। নিকট আচ্ছায় ছাড়া এতে চার প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে, যথা শালীন মহিলা, বৃন্দ চাকর, কৃতদাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। তাদের বিশেষ উল্লেখ এই অনুমানের উপরেই অতিরিক্ত জোর দেয় যে আয়াতের নির্দেশ বাড়ির চার দেয়ালের ভিতরের পর্দা সম্পর্কযুক্ত। প্রথমোক্ত আদেশ বাড়ির বাইরের ‘পর্দা’ বুরায় এবং দ্বিতীয় আদেশ মূলত অভ্যন্তরের ‘পর্দা’ বুরায়। এটা সংশ্লিষ্ট আয়াত অর্থাৎ ৩৩:৬০ এবং তফসীরাধীন আয়াতসমূহে দুই প্রকার ‘পর্দা’র জন্য ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। কার্যত ৩৩:৬০ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীলোক বাড়ির বাইরে গেলে তাকে জিল্বাব (বহিরাবরণ) পরিধান করতে হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে গৃহাভ্যন্তরে যখন নিকট আচ্ছায় আসা-যাওয়া করে তখন তাকে ‘খিমার’ (মাথার ঘোমটা) ব্যবহার করতে হয়। তদুপরি ৩৩:৬০ আয়াতে যেখানে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হচ্ছে ‘ইউদ্নীনা আলায়হিন্না মিন যালাবিবিহিন্না’ অর্থাৎ তাদের বহিরাবরণ আলন্সিত করতে বলা হয়েছে (জিল্বাব এবং ইউদ্নীনা সহস্রে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ৩৩:৬০), এখানে তফসীরাধীন আয়াতে বলা হয়েছে ‘ইয়ায়রিবনা বিখ্যুরিহিন্না আলা জুয়ুবিহিন্না’, অর্থাৎ তাদের ওড়নাগুলোকে বক্ষদেশের ওপর দিয়ে প্রলম্বিত করতে হবে। এটা স্পষ্ট যে প্রথমোক্ত ব্যাপারে যখন পোশাক মাথা, মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ ঢেকে দিবে তখন দ্বিতীয়টিতে কেবল মাথা ও বক্ষদেশ ঢাকা পড়বে এবং মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখতে পারবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে এটাই উল্লেখ্য, যেমন ওপরে বর্ণিত হয়েছে যে বাইরে যাওয়ার সময় একজন মহিলাকে যে ধরনের লস্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করা আবশ্যিক যা তার সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে তার গঠন এবং আকার-আকৃতি মুসলমান সমাজের রীতি, অভ্যাস, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্ন রূপ হতে পারে। গৃহাভ্যন্তরে ‘পর্দা’ সম্পর্কিত নির্দেশ দোকান-গাট, মাঠ-ঘাট ইত্যাদির বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। যেখানে মুসলিম সমাজের কোন শ্রেণীর নারীদেরকে নিজেদের জীবিকা অর্জনের কাজ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোককে মুখ ঢেকে রাখার প্রয়োজন হবে না। সে কেবল নিজের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তার ‘যীনাত’ অর্থাৎ দেহের গহণাদি ও অন্যান্য সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে, যেমন ঘরের ভিতরে নিকট পুরুষ আচ্ছায়-স্বজনের সাক্ষাতে করতে হয়।

তৃতীয় নির্দেশ মতে অপরিচিতি পুরুষের সাথে কথা বলার সময় নারীর পক্ষে গান্ধীর্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করা আবশ্যিক এবং তাদের জন্য এটাই আবশ্যিক যে তারা নিজ জাতির হিত সাধনে এবং গৃহস্থালী বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয়াদির ওপর নজর রাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কর্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিবে। চতুর্থ হকুম স্বামী এবং স্ত্রীকে নির্দেশ দান করে যে তাদের শয়নকক্ষ যতদূর সম্ভব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে পৃথক রাখা, যেখানে ৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত সময়ে এমনকি নাবালেগ ছেলেদেরও প্রবেশের অনুমতি নেই।

তফসীরাধীন আয়াতে ব্যবহৃত ‘যীনাত’ শব্দ স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় সৌন্দর্যকে অন্তর্ভুক্ত করে-দৈহিক সৌন্দর্য, পোশাক ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য। ‘তা ছাড়া যা আপনা আপনিই প্রকাশ পায়’ উক্তিটি ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যা একজন মহিলার পক্ষে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, যেমন তার কর্তৃত্ব, তার চলনভঙ্গি অথবা তার দৈহিক উচ্চতা এবং তার শরীরের অংশ বিশেষও, যা তার সামাজিক পদমর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য, তার পেশা ও সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী তাকে খোলা রাখতে হয়। দেহের কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখার যে অনুমতি তা বিশেষ অবস্থা সাপেক্ষ। অতএব ‘তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে’ কথাগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন অংশের স্ত্রীলোকদের জন্য ভিন্ন শব্দ গুরুত্ব প্রকাশক এবং জাতির প্রথা ও জীবন্যাত্মার প্রণালী এবং পেশার পরিবর্তনের সঙ্গে এর অর্থেও পরিবর্তন ঘটবে। তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা যেন ‘সজোরে পা দিয়ে আঘাত না করে’ (৪:৩) উক্তিটি প্রতিপন্ন করে

৩৩। আর তোমরা তোমাদের বিধবা^{২০৪৫} এবং তোমাদের (বিবাহযোগ্য) সদাচারী দাস ও দাসীদের বিয়ে দাও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দিবেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী (ও) সর্বজ্ঞ।

★ ৩৪। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযমী হয়ে চলে যতক্ষণ আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে সচ্ছল করে না দেন। আর তোমাদের দাসদের মাঝে যারা মুক্তি লাভের জন্য চুক্তিপত্র^{২০৪৬} সম্পাদন করতে চায় তাদের মাঝে তোমরা (সম্ভাবনাময়) ভাল কিছু দেখতে পেলে তাদের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন কর এবং আল্লাহর সেই ধনসম্পদ থেকে তোমরা তাদের দাও যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। আর তোমাদের দাসীরা বিয়ে করতে চাইলে (বাধা দিয়ে) তোমরা পার্থিব জীবনের সুযোগসুবিধা লাভের আশায় তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য করো না। কিন্তু কেউ যদি তাদের বাধ্য করে সেক্ষেত্রে তাদের অসহায় হতে বাধ্য হওয়ার পর নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাদের প্রতি হবেন) অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৩৫। ^৮ আর আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী এবং ^[৮] তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের ^{১০} জন্য উপদেশ অবতীর্ণ করেছি।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصِّلَاحِينَ مِنْ عِبَادٍ كُمْدَرَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ ذَا سَمْعٍ عَلَيْهِ^(৩)

وَلَيَسْتَخْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ زَحَّاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ قَضِيلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ وَمَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَكَارَتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَأَتُؤْهِمُ مِنْ مَالِ إِلَهِ الَّذِي أَتَدْكُمْ وَلَا تُكْرِهُوهُمْ فَتَبَيِّنُوهُمْ عَلَى الْبِيَّنَاءِ إِنْ آرَدْتَ تَحْصِنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُ هُنَّ قَاتَلُوكُمْ بَعْدِ إِرْكَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^(৪)

وَلَقَدْ آنَزَ لَنَا إِلَيْكُمْ أَيْتُ مُبَتِّنَتٍ وَمَثَلًاً قِنَ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ^(৫)

দেখুন : ক. ২২৪১৭; ৫৭৪১০; ৫৮৪৬।

যে জনসাধারণে প্রকাশ্য নাচ, যা কোন কোন দেশে অত্যধিক প্রচলিত, এর অনুমতি ইসলাম কোন মতেই দেয় না। এটাই হলো ‘পর্দা’ সম্বন্ধে ইসলামী ধারণা। এই ধারণা মতে মুসলমান নারী তার যুক্তিসম্মত প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে কিন্তু তাদের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য তাদের বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যা বাইরে পুরুষের কাজের ন্যায় প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি পুরুষের পেশা গ্রহণ করে তাহলে তারা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করে এবং প্রকৃতি কোন প্রকারেই তার বিধান লঙ্ঘন করতে দেয় না।

২০৪৫। ‘আইয়ামা’ বহুবচন, একবচনে ‘আইম’ অর্থ : সে কুমারী হোক বা না হোক, বা সে পূর্বে বিবাহিত হয়ে থাকুক বা অবিবাহিতা, স্বাধীন স্ত্রীলোক (লেইন), এমন পুরুষ যার কোন স্ত্রী নেই (মুক্তরাদাত)। বিধবা ও কুমারীদের বিয়ের ওপর শক্তভাবে জোর দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অবিবাহিত অবস্থাকে খুব বেশি অপছন্দ করে এবং বিবাহিত অবস্থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসম্মত বলে বিবেচনা করে। হ্যরত নবী কর্যাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, “বিবাহ আমার সুন্নত এবং যে কেউ আমার সুন্নতের খেলাফ করে এবং অমান্য করে সে আমা থেকে নয়” (মুসলিম, কিতাবুন্ন নিকাহ)।

২০৪৬। ‘মুকাতাবা’ একটি লিখিত চুক্তিনামা যার মাধ্যমে একজন কৃতদাস বা দাসী তার দাসত্বের বন্ধন থেকে স্বাধীনভাবে মালিকের পছন্দ বা অপছন্দকে গ্রহণ না করে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী একটি কৃতদাসের মুক্তির বিনিময়ে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা শ্রম ধার্য করা যায়।

৩৬। আল্লাহ্ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর নূর ২০৪৬-ক। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত একটি ২০৪৬-খ তাকের ন্যায় যেখানে রয়েছে একটি প্রদীপ ২০৪৬-গ। সে প্রদীপটি রয়েছে গোলাকার কাঁচের চিমনিতে। সে কাঁচ এমনই (জুলজলে) যেন তা একটি উজ্জ্বল তারকা। সে (প্রদীপটি) এমন এক বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তেল) দিয়ে প্রজ্ঞালিত, যা প্রাচ্যেরও নয় এবং পাশ্চাত্যেরও নয় (বরং সেটি সারা বিশ্বের)। এ (বৃক্ষের) তেল এমন যে আগুন এটিকে স্পর্শ না করলেও এটি নিজেই জুলে উঠবে। নূরের ওপর নূর! আল্লাহ্ যাকে চান নিজের নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত-সমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়েই সর্বজ্ঞ ২০৪৭।

آللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورٍ
كَمَشْكُوَةٍ فِيهَا مَضَبَّاطٌ، الْمِضَبَّاطُ فِي
زُجَاجَةٍ، الْرُّجَاجَةُ كَانَهَا كَوْكَبٌ دُرْرِيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَرَّكَةٍ زَيْتُونَةٍ
لَا شَرِقَيَّةٌ وَلَا غَرْبَيَّةٌ، يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيَّ، وَلَوْلَمْ تَمَسَّسْهُ تَارِدٌ نُورٌ عَلَى
نُورٍ، يَهْوِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿৩﴾

২০৪৬-ক। ‘নূর’ অর্থ আলো, অঙ্ককারের বিপরীত। এর মর্ম ‘যিয়া’ অপেক্ষা ব্যাপক, অধিক গভীর এবং স্থায়ী (লেইন)।

২০৪৬-খ। ‘মিশকাত’ অর্থ দেয়াল-গাত্রের কোটর, অর্থাৎ দেয়ালের গায়ের তাক যাতে প্রদীপ রাখলে অন্য স্থানে রাখা অপেক্ষা অধিক আলো দান করে, বাতি রাখার থাম (লেইন)।

২০৪৬-গ। ‘যুজাজাহ’ অর্থ কাঁচ, কাঁচের চিমনি বা গোলক (লেইন)।

২০৪৭। আয়াতটি একটি চর্মৎকার রূপক। এটি তিনটি বিষয়ের প্রকাশক- প্রদীপ, কাঁচের চিমনি এবং দেয়াল গাত্রস্থ কোটর বা তাক। ঐশী পবিত্র আলো এই তিনটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা রূপকে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো একত্রিত হলে এর উজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ‘প্রদীপ’ হলো আলোর যথার্থ উৎস, কাঁচের চিমনি যা প্রদীপের ঢাকনাস্বরূপ বাতাসের বাপ্টায় নিভে যাওয়া থেকে এর আলোকে রক্ষা করে এবং উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে এবং দেয়াল-গাত্রের ফোঁকর আলোককে সুরক্ষিত করে। এই উপর্যা বৈদ্যুতিক টর্চের সঙ্গে যথাযথভাবে তুলনীয়, যার অপরিহার্য অংশগুলো হচ্ছে বৈদ্যুতিক তার যা আলো প্রজ্ঞালিত করে, বাল্ব একে সুরক্ষিত করে এবং প্রতিফলক আলোকে বিস্তৃত ও বিকীর্ণ করে এবং পরিচালনা করে। আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তিনটি বস্তু- ‘প্রদীপ’, ‘কাঁচের চিমনি’ এবং ‘দেয়াল গাত্রস্থ কোটর’- যথাক্রমে প্রদীপ অর্থাৎ ঐশী নূর বা আলো, আল্লাহ্ তাআলা প্রেরিত নবী রসূলগণ হচ্ছেন কাঁচের চিমনিস্বরূপ যাঁরা সেই নূরকে বিলুপ্তি থেকে সুরক্ষিত করেন এবং আলোর বিস্তার ও উজ্জ্বল্যকে বৃদ্ধি করেন এবং মিশকাত অর্থাৎ দেয়াল-কোটর হচ্ছে নবীগণের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ, যারা এই ঐশী আলো বিকীর্ণ করেন ও প্রচার করেন এবং জন্মাসীকে পথ-প্রদর্শনের জন্য এবং আলোকিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা করেন। এই আয়াত আরো ঘোষণা করে, প্রদীপ জুলাতে ব্যবহৃত তেল (যায়তুন) এরূপ নির্ভেজাল ও সহজ দাহ্য যে না জুললেও এতে (তেলে) অক্ষমাংশ শিখা বিস্ফেরিত হয়। এই তেল এক প্রকার বৃক্ষের নির্যাস থেকে প্রস্তুত। সেই বৃক্ষ না প্রাচ্যের না পাশ্চাত্যের। তা কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির পক্ষে বা বিপক্ষে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।

এই আয়াতের অন্য এক ব্যাখ্যাও হতে পারে। আয়াতে বর্ণিত নূর বা আলো পবিত্র নবী করীম (সাঃ) এর জন্য ব্যবহৃত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ কুরআনে তাঁকে নূর হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে (৫:১৬)। এই অর্থে দেয়াল গাত্রস্থ কোটার মর্ম হবে নবী করীম (সাঃ) এর হাদয় এবং প্রদীপ হলো তাঁর সর্বাধিক বিশুদ্ধ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ঘ স্বত্বাব যা সর্বোৎকৃষ্ট ও মহত্বম সদ্গুণাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ এবং কাঁচের মর্মার্থ হলো, পবিত্র আলো যা দিয়ে তাঁর চরিত্রে বিভূষিত করা হয়েছে তা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল। যখন আল্লাহ্ তাআলার ওহীর নূর নবী করীম (সাঃ) এর স্বত্বাবের আলোর ওপর নেমে আসতো তখন তা দ্বিগুণ আলোর বন্যা হয়ে উজ্জ্বাসিত হতো, যাকে কুরআনের ভাষায় ‘নূরুন আলা নূর’ অর্থাৎ আলোর ওপরে আলো বলে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর এই নূর পরিপূর্ণ হতো এক প্রকার তেল দ্বারা যা পবিত্র বলে ঘোষিত এক প্রকার বৃক্ষ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ রসূল করীম (সাঃ) এর নূর কেবল উজ্জ্বল ও দীপ্তিমানই ছিল না, অধিকস্তু প্রচুর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং অনন্ত ছিল (যেমন ‘মুবারাকা’ শব্দে বুঝায়) এবং লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়কে আলোকিত করা। তদুপরি মহানবী (সাঃ) এর হাদয় এতই পবিত্র ছিল এবং তাঁর প্রকৃতি এরূপ সহজাত মহৎ গুণসম্পন্ন ছিল যে পবিত্র ওহীর নূর তাঁর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মহৎ প্রচার কার্যের দায়িত্ব পালনে তিনি উপযুক্ত ছিলেন। এটাই হচ্ছে ‘এ (বৃক্ষের) তেল এমন যে আগুন এটিকে স্পর্শ না করলেও এটি নিজে নিজেই জুলে উঠবে’ উক্তিটির অন্তর্নিহিত মর্ম। এই রূপকের আরো একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আয়াতের ‘দেয়াল কোটর’ মানুষের শরীরকে বলা যায়। মানবদেহ আপন অভ্যন্তরে সাহস বা কর্মশক্তি ধারণ করে যা দেহের ইন্দ্রিয়দির মাধ্যমে নিজেকে সৃষ্টি করে প্রকাশ করে। দেয়াল-কোটারীর মতোই মানুষের দেহ আলোরপ শক্তিকে সংরক্ষিত করে

★ ৩৭। (এই নূর) এমন সব গৃহে রয়েছে যেগুলোকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন। সকালে ও সন্ধিয়ায় সেগুলোতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ২০৪৭-ক

★ ৩৮। *এমন লোকেরা, যাদেরকে কোন ব্যবসাবাণিজ্য এবং ক্রয়বিক্রয়ও আল্লাহকে স্মরণ করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ২০৪৮ ভুলিয়ে রাখে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন (উৎকর্ষায়) অন্তর ও চোখ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে,

৩৯। এর ফলে *আল্লাহ্ তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের(তা) আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহ্ যাকে চান (তাকে) অপরিমিত রিয়ক দেন।

★ ৪০। আর যারা অস্বীকার করেছে *তাদের কর্ম এক মরহুমিতে মরীচিকার ন্যায় যেটিকে পিপাসার্ত ব্যক্তি এর কাছে না আসা পর্যন্ত পানি মনে করে থাকে। অবশেষে সে দেখতে পায় এটা কিছুই নয় এবং সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পায়, যিনি তাকে তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আর আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

দেখুন : ক. ৬৩:১০; খ. ৯:১২১; ১৬:৯৮ গ. ১৪:১৯।

এবং এর অভিযন্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ মানবদেহ ‘মিসবাহ’ বা আস্তার প্রদীপটি ধারণ করে যা মানবের অন্তরকে আলোকিত করে এবং একে আল্লাহ্ তাআলার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। এই প্রদীপটি একটি ‘যুজাজাতে’ (কাঁচের প্লোব বা চিমনিতে) রাক্ষিত, যা একে ক্ষতি এবং অমঙ্গল থেকে রক্ষা করে এবং এর উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত করে। এই ‘যুজাজাত’ বা কাঁচরূপী মানব মন্তিক্ষের গঠন প্রণালী প্রতই নিখুঁত যে কোন কোন দার্শনিক এরূপ চিন্তাও করেছেন, এটাই ঐশ্বী আলোর চরম উৎস। ‘এক বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তেল) দিয়ে অর্থাৎ ঐ সমস্ত মৌলিক এবং পরম সত্য দ্বারা এই আলো জুলন্ত থাকে, যেগুলো প্রাচ এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কারও একচেটিয়া নয়। এই চিরসত্যগুলো কারো একচেটিয়া নয়। এই চিরসত্যগুলো মানবের প্রকৃতির মধ্যেই রোপিত এবং এমন কি আল্লাহ্ তাআলার ওহী-ইলহামের সাহায্য ছাড়াই ঐগুলো প্রায় প্রকাশমান হয়ে থাকে।

২০৪৭-ক। এই আয়াতটি প্রমাণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী দুই-ই বহন করে। এর ভবিষ্যদ্বাণী হলো, কুরআনের আলোতে আলোকিত ঘরগুলোকে মহিমাবিত করা হবে এবং তার বাসিন্দারা সদা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা গাহিবে। এটাই প্রমাণস্বরূপ হবে যে তারা আল্লাহ্ নূরে আলোকিত।

২০৪৮। এই আয়াত হয়রত রসূল করীম (সা:১) এর সাহারীগণের সাধুতা, ধর্মপরায়ণতা এবং তাঁদের ঐশ্বী-প্রেমের এক প্রামাণ্য দলিল। আয়াত বর্ণনা করে যে তাঁরা হাড়-মাংসে গড়া মানুষ। তাঁদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, পেশা ও বৃত্তি আছে। তাঁরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী নন। এতদ্সত্ত্বেও পার্থিব সকল অভিষ্ঠ এবং আকর্ষণের মধ্যে থেকেই তাঁরা আল্লাহ্ তাআলা এবং মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন প্রকার অবহেলা করেন না।

فِي بُيُوتٍ أَذْنَ اللَّهَ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
فِيهَا اسْمُهُ «يُسْتَغْفِرُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَابِرِ»^{১)}

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكُوْنَ يَحْكُمُونَ يَوْمًا شَقَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ^{২)}

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَخْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ
يَرِزِّقُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ^{৩)}

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٌ
يُقْبَلُعَيْهِ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءٌ
حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ
وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابٌ
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^{৪)}

৪১। অথবা (তাদের কাজকর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে (বিস্তৃত) এমন ঘোর অঙ্কাকারের ন্যায়, যাকে ঢেউ এর পর ঢেউ ঢেকে ফেলেছে এবং এর ওপর রয়েছে মেঘ। এ এরপ অঙ্কাকার যার একাংশ অন্য অংশকে ছেয়ে ফেলেছে। সে যখন তার হাত বের করে তখন সে চেষ্টা করেও তা দেখতে পায়
[৬] না। আল্লাহ্ যার জন্য কোন নূর বানাননি তার জন্য কোন নূর
১১ নেই^{২০৪৯}।

৪২। তুমি কি দেখনি, যারা আকাশসমূহে^{২০৫০} ও পৃথিবীতে^{২০৫১} আছে (তারা) এবং ডানামেলা পাখীরাও^{২০৫০-খ} কাল্লাহ্রই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে? তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাসনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জেনে গেছে^{২০৫১}। আর তারা যা করে আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।

৪৩। *আর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর কর্তৃত আল্লাহ্রই। আর (সবাইকে) আল্লাহ্রই দিকে ফিরে যেতে হবে।

দেখুন ৪ ক. ১৭৪৪৫; ৫৯৪২৫; ৬১৪২ খ. ৩৪১৯০; ৫৪১২১।

২০৪৯। পূর্ববর্তী ৩৭-৩৯ আয়াতে এক শ্রেণীর লোকের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। তারা ঈশ্বী আলোর প্রেমিক এবং আল্লাহ্ ধর্মপরায়ণ বান্দা। বর্তমান এবং ঠিক এর পূর্ববর্তী আয়াত অন্য একশ্রেণীর লোকের কথা বলে যারা অঙ্কাকারের অধিবাসী। একশ্রেণীর মানুষ পবিত্র আলো আলিঙ্গন করে তাতে বিচরণ করে এবং ঈর্ষা জাগায়। তাদের অবস্থা এরূপ যা ‘আলোর উপরে আলো’ উপমার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। অপর শ্রেণীটি ঈশ্বী আলো প্রত্যাখ্যান করে সদেহের অঙ্কাকারে পথ হাতড়াতেই পচন্দ করে। তাদের সকল কর্মকাণ্ড মরীচিকার মতো প্রতারণাপূর্ণ এবং অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। তারা অঙ্কাকার ভালবাসে, অঙ্কাকারের পিছনে চলে এবং অঙ্কাকারেই বাস করে। কাজেই তাদের অবস্থা অতি সঙ্গতভাবে এবং স্পষ্টকর্পে বর্ণিত হয়েছে এই কথাগুলোতে—‘অথবা (তাদের কাজ কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে (বিস্তৃত) এমন ঘোর অঙ্কাকারের ন্যায়, যাকে ঢেউ এর পর ঢেউ ঢেকে ফেলেছে এবং এর ওপর রয়েছে মেঘ। এ এরপ অঙ্কাকার যার একাংশ অন্য অংশকে ছেয়ে ফেলেছে’।

২০৫০। আকাশের ফিরিশ্তাগণ।

২০৫০-ক। পৃথিবীর সব সজীব এবং নিষ্প্রাণ বস্তু, যথা : মানুষ, পশু, শাক-সবজি এবং খনিজ পদার্থ।

২০৫০-খ। পাখিরা যারা বাতাসে উড়ে। আধ্যাত্মিকভাবে প্রকাশ ভঙ্গ তিনটির মর্ম : (ক) অতি উচ্চ শ্রেণের আধ্যাত্মিক মর্যাদার লোকজন, (খ) পার্থিব মনের লোকেরা যাদের সমস্ত মনোযোগ ও প্রচেষ্টা এই জাগতিক অতীষ্ঠ লাভে সীমাবদ্ধ এবং যাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য কোন চিন্তা বা সময় নেই এবং (গ) ঐ সকল লোক যাদের আত্মিক অবস্থা উপরোক্তিত দুই প্রকার অবস্থার মধ্যবর্তী।

২০৫১। *যারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে (তারা) আল্লাহ্ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে’, কথাটি যেমন সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদ এবং পবিত্রতার একক পরিচয় বহন করে, সেইরূপ ‘তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাসনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জেনে গেছে’, ‘শব্দগুলো এই সাক্ষ্য বহন করে যে প্রক্রেক বস্তু এককভাবে এবং পৃথিবীভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত নিজ নিজ কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে তাঁর একত্ব, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে। ‘উপাসনা’ এর অর্থ কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। খোদা তাআলার সম্বন্ধে ব্যবহার হলে এর অর্থ ঈশ্বী করণা, ফিরিশ্তাদের সম্পর্কে ব্যবহার হলে তা মানুষের জন্য খোদার নিকট ক্ষমতা-প্রার্থনা বুঝায় এবং মানুষের উদ্দেশ্যে ‘উপাসনা’ শব্দ ব্যবহৃত হলে নির্ধারিত রকমের ইবাদত বুঝায় (লেইন)।

أَوْ كُلْمِتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيْقِيْ يَغْشِسْهُ
مَوْجَهٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجَهٌ مِنْ فَوْقِهِ
سَحَابَهُ، كُلْمِتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِهِ،
إِذَا أَخْرَجَهُ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا، وَمَنْ
لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ شُورٍ^{২০৫১}

آلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْتِرُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ ضَفَقَتْ، مُكَلِّ
قَدْ عِلِّمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيَحَهُ، وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِمَا يَفْعَلُونَ^{২০৫২}

وَإِلَيْهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ الْمُ
مَصِيرُ^{২০৫৩}

৪৪। তুমি কি দেখনি, নিশ্য আল্লাহ মেঘকে ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, এরপর একে একত্র করে দেন, এরপর একে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন, এরপর তুমি এ থেকে বৃষ্টি বরতে দেখ? আর তিনি উঁচু থেকে অর্থাৎ উচ্চে অবস্থিত পাহাড় (তুল্য মেঘ) থেকে শিলা অবতীর্ণ করেন। এরপর খ্যার জন্য চান তার ওপর তা বর্ণ করেন এবং যার জন্য চান তার কাছ থেকে এর দিক পরিবর্তন করে দেন। এর বিদ্যুত-বলক (তাদের) দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে^{১০৫২}।

৪৫। আল্লাহ পালাত্রমে রাত (ও) দিনের আগমন ঘটান^{১০৫৩}। নিশ্য এতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

★ ৪৬। আর গ'আল্লাহ সব প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এদের কোন কোনটি পেটে ভর দিয়ে চলে, এদের (কোন কোনটি) দুপায়ে চলে এবং এদের (কোন কোনটি) চার পায়ে চলে^{১০৫৪}। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। নিশ্য আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪৭। নিশ্য আমরা সুস্পষ্ট নির্দশনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে চান সরলসুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করেন।

৪৮। আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও এ রসূলের প্রতি সৈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি।' এর পরেও তাদের এক দল মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আসলে এরা মু'মিন নয়।

দেখুন : ক. ৩০৪৪৯ খ. ১৩৪১৪ গ. ২৫৪৫৫।

২০৫২। তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ হলো, অবতরণকৃত বিধান কারো কারো জন্য সময়োপযোগী বৃষ্টির ন্যায় কাজ করে যা অত্যন্ত হিতকর হয় এবং অন্য লোকের জন্য শিলা-বৃষ্টি ও ঝাড়ের আকারে তা ধ্বংস বর্যে আনে।

২০৫৩। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতি সার্বক্ষণিকভাবে এক অবস্থায় থাকে না। কখনো তা খুবই দ্রুত, কখনো মন্তব্য, আবার কখনো বা একেবারে শুরু হয়ে যায়। মানবের আধ্যাত্মিক অস্থায়িতিকে, এই জোয়ার ভাঁটাকে 'কাব্য' (সংকোচন) এবং 'বাস্ত' (সংপ্রসারণ) অথবা আধ্যাত্মিক পরিভাষায় যেমন দিন এবং রাত্রির পালাত্রম বলা হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তু উপরে নিয়মাধীন এবং এইরূপেই মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন হয়ে থাকে।

২০৫৪। এই আয়াত আধ্যাত্মিক ময়দান অতিক্রমকারীর অবধারিত লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রকার-প্রকৃতি বর্ণনা করেছে। তাদের মধ্যে কারো প্রগতি খুবই মন্তব্য। তারা তাদের গন্তব্য স্থলের দিকে খুড়িয়ে বা হামার্ডি দিয়ে চলে। অন্যেরা দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে চলার জন্য অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলে, আবার তাদের অনেকেই চতুর্পদ প্রাণীর ন্যায় দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়। এখানে যা আভাস দেয়া হয়েছে তাহলো চলার গতি, পদ্ধতি নয়। চতুর্পদ জন্ম সচরাচর দ্বিপদ প্রাণী অপেক্ষা গতিতে দ্রুততর। আধ্যাত্মিক সফরকারীদের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَلْمَ تَرَأَنَ اللَّهَ يُزِحُّ حِنْ سَحَابًا شَمَّ
يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ شَمَّ يَجْعَلُهُ ذِكَارًا
قَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ وَيَتَزَوَّلُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ چَبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
قَيْصِيْبِ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِفُهُ عَنْ
مَنْ يَشَاءُ وَيَكَادُ سَنَابَرْقَهُ يَذْهَبُ
بِالْأَبْصَارِ^(৩)

يُقْلِبُ اللَّهُ الْيَلَّ وَالنَّهَارَهُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَعْبَةً لَا دُلِيْلَ أَلَا بَصَارِ^(৪)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ
فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَمْشِيْ عَلَى رِجْلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِيْ عَلَى أَرْبَعِ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(৫)

لَقَدْ آتَرَنَا أَيْثَ مُبَيِّنَهُ وَاللَّهُ
يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَراطٍ
مُسْتَقِيمٍ^(৬)

وَيَقُولُونَ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَآتَغْنَاهُ شَمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ^(৭)

৪৯। *আর তাদের যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে এ জন্য ডাকা হয় যাতে সে (অর্থাৎ রসূল) তাদের মাঝে মীমাংসা করে, তৎক্ষণাত তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫০। আর (রায়) তাদের অনুকূলে হলে তারা তৎক্ষণাত একান্ত আনুগত্যের ভান করে তার (অর্থাৎ রসূলের) দিকে ছুটে আসে।

৫১। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? অথবা তারা কি সন্দেহে
পড়ে আছে? অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার
করবেন বলে কি তারা ভয়^{১০৫৫} পায়? আসলে এরা নিজেরাই
যাগেম।
[১০] [১১] [১২]

৫২। মু'মিনদের যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয় যেন সে (অর্থাৎ রসূল) তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয় তখন তাদের কথা কেবল এটাই হয়ে থাকে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'^{১০৫৬}। আর এরাই সফল হবে।

৫৩। আর *যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে তারাই কৃতকার্য হবে।

৫৪। আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খায় যে তুম তাদের আদেশ করলে তারা অবশ্যই (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খেও না।' ন্যায় সঙ্গতভাবে আনুগত্য (কর)। তোমরা যা-ই কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালভাবে অবহিত।'

৫৫। তুমি বল, *'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং এ রসূলের আনুগত্য কর'। আর তোমরামুখ ফিরিয়ে রাখলে এই (রসূলের) ওপর কেবল তত্ত্বকু (দায়দায়িত্ব বর্তাবে) যা তার

দেখুন : ক. ৩৪২৪ খ. ৪৪১৪ গ. ৫৫৯৩; ৬৪৪১৩ ঘ. ৪৪১৪; ৩৩৪৭২; ৪৪১৮।

২০৫৫। এই আয়াত দ্বারা এটাই বুবায় যে অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক তিনটি ব্যাধির মধ্যে একটিতে বা সব কঠিতে ভোগে, অথবা অনেকে একটি রোগে ভোগে এবং অন্যেরা অন্য ব্যাধিগুলোতে পীড়িত থাকে। বাস্তব ঘটনা হলো, মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যে তিনটি প্রধান বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, উন্নতি বিলম্বিত করে এবং প্রতিহত করে ঐগুলো হচ্ছে সন্দেহ, ভয় এবং হিংসা।

২০৫৬। তফসীরাধীন এবং সন্নিহিত আয়াতসমূহ ইসলামের মূল সত্য এবং অপরিহার্য নীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ ইসলাম শরীয়তের পরিপূর্ণ নিয়মাবলী এবং এর আদেশ-নিষেধ মানবজীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং হ্যরত নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদের জাতীয় জীবনে সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী।

وَلَمَّا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَخْكُمْ
بَيْتَهُمْ لَذَا فَرِيقٌ قَاتَلُوكُمْ مُعْرِضُونَ ④

وَإِن يَكُن لَّهُ الْحُقْقُ يَأْتُهُمْ إِلَيْهِ
مُذْعِنِينَ ⑤

آفِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَمْ ازْتَبَّوْا آمِ
يَعْمَلُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ
رَسُولُهُ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑥

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَخْكُمْ بَيْتَهُمْ أَن يَقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑦

وَمَن يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَ
يَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ ⑧

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
أَمْزَتْهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، قُلْ لَا تُقْسِمُوا جَ
طَاعَةً مَعْرُوفَةً، إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا
تَحْمِلُونَ ⑨

قُلْ أَطِينُوا اللَّهَ وَأَطِينُوا الرَّسُولَ جَ
فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ

ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এবং যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এর জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌছানোই কেবল রসূলের দায়িত্ব।

৫৬। তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী^{১০৫৭}।*

৫৭। আর তোমরা নামায কার্যে কর, যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের ওপর কৃপা করা যায়।

৫৮। যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে (মু'মিনদের) ব্যর্থ করে দিতে পারবে বলে তুমি কখনো মনে করো না।
[৭] আর তাদের ঠাঁই হলো আগুন এবং তা অবশ্যই মন্দ ১৩ প্রত্যাবর্তনস্থল।

عَلَيْكُم مَا حِمَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُونَا تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ^(১)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَنُوا مِنْكُمْ
عَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لِيَشَتَّلِفُنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اشْتَخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيَمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَيِّنَ لَهُمْ مَنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَغْبُدُونَ تَبَيْنَ لَا يُشَرِّكُونَ بِي شَيْءًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ^(২)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ^(৩)

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا أَدْهَمُ الظَّارِفُ وَلَيُئْسِسَ الْمَصِيرُ^(৪)

দেখুন : ক. ১৬৪৩৭; ২৯৪১৯; ৩৬৪১৮ খ. ২২৪৭৮।

২০৫৭। যেহেতু খিলাফতের বিষয়বস্তুর ভূমিকার ক্ষেত্রে এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর বার বার জোর দেয়া হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান এবং মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রতিশ্রূতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মাঝে স্পষ্টরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সা:) এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা:) এখন মানবজাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক, সেই কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর ওপর আঁ হযরত (সা:) এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। বর্তমান জামানায় আঁ হযরত (সা:) এর এই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক ‘খিলাফত’ কার্যম হয়েছে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারি’ পৃষ্ঠা-১৮৬৯-১৯৭০)।

*★এ আয়াতকে ‘আয়াতে ইস্তিখলাফ’ বলা হয়। এতে এ বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে, যেভাবে আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীগণের পর খিলাফত ব্যবস্থা জারী করেছিলেন সেভাবেই মহানবী (সা:) এর পরও তা জারী রাখবেন। আর সেই খিলাফত নবীর (সা:) নূর নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবে। যখন কোন খলীফা গত হয়ে যাবেন তখন প্রত্যেক বার জামাত এক ভয়ভীতির অবস্থায় পতিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তাত্ত্বালার অনুঘাটে খিলাফতের বরকতে তা নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হবে। অতএব প্রকৃত খিলাফতের চিহ্ন হলো, তা মু'মিনদের জামাতকে নিরাপত্তাহীনতা থেকে নিরাপত্তার দিকে নিয়ে আসবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) আল অসীয়ত পুস্তকে একথাই বলেছেন, একজন নবী বা খলীফা গত হওয়ার পর সাময়িকভাবে এটাই অনুভূত হয়, এখন শক্ররা এ নূরকে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু ‘আয়াতে ইস্তিখলাফে’ এ

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের অধীনস্থ এবং তোমাদের মাঝে যারা এখনো সাবালক হয়নি তারা যেন তিনটি সময়ে (তোমাদের শোবার ঘরে দেকার পূর্বে) তোমাদের অনুমতি নেয় (অর্থাৎ) ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দুপুর বেলায় যখন তোমরা তোমাদের (বাড়ি) পোশাক খুলে রাখ এবং ইশার নামাযের পর^{১০৫৮}। এ তিনটি (সময় হলো) তোমাদের জন্য পর্দা অবলম্বনের সময়। এ (সময়) বাদে (বিনা অনুমতিতে যাতায়াতে) তোমাদের ও তাদের কোন পাপ হবে না। (কারণ) তোমরা প্রায়ই একে অন্যের কাছে যাওয়া আসা করে থাক। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

৬০। আর তোমাদের শিশুরা যখন সাবালক হয়ে যায় তখন তারাও যেন সেভাবে অনুমতি নেয় যেভাবে তাদের পূর্বে (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি নিত। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুম্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

★ ৬১। আর যেসব বয়ঙ্কা মহিলার বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে^{১০৫৮-ক} তারা স্বেচ্ছায় তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে যদি (বাড়ি) পোশাক খুলে রাখে, সেক্ষেত্রে তাদের কোন পাপ হবে না। আর তারা যদি (তাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য) অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে তা তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

সুনিচিত প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, শক্রো প্রত্যেক বার ব্যর্থ হবে। তোহীদ প্রতিষ্ঠা করাই নবীর আগমনের উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রকৃত খ্লীফতেরও এ চিহ্নই রাখা হয়েছে, এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হবে তোহীদ প্রতিষ্ঠা করা। (হ্যরত খ্লীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্দতে অনন্দিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)

২০৫৮। পূর্ববর্তী ৩২নং আয়াতে বর্ণিত ‘পর্দা’ সম্বন্ধে কুরআন মজীদের চার জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যত ৪:৩ আয়াত যখন প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহাভ্যন্তরে ‘পর্দা’র কথা বলে, তখন ৩৩:৩০ আয়াত বাড়ির বাইরে এবং জনসাধারণে যাতায়াতের পথে ‘পর্দা’ সম্পর্কে আলোচনা করে, একইভাবে ৩৩:৩০-৩৪ আয়াত সীমাবদ্ধ ‘পর্দা’র কথা প্রকাশ করে, বিশেষভাবে আঁ হ্যরত (সা:) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে এবং সে কারণেই সকল মুসলমান নারীর ক্ষেত্রেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে একজন স্ত্রীলোকের ক্রিয়াকর্মের প্রধান কেন্দ্র হলো তার বাসগৃহ এবং এটাই বাস্তবতা। যা হোক তফসীরাধীন আয়াত আরেক প্রকার ‘পর্দা’ও পেশ করে, অর্থাৎ পারিবারিক কর্মচারী বা চাকর এবং নাবালক শিশুদের পক্ষেও তাদের মালিক এবং পিতামাতার একান্ত নিবাসে আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ তিনটি সময়ে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়। ‘যাহীরা’ অর্থ, গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের দাবদাহ, গ্রীষ্মের দুপুর সময়ের কিছু পূর্বে ও কিছু পরে (লেইন)।

২০৫৮-ক। কাওয়াইদ’ এর বহুবচন ‘কাইদ’ অর্থ, সন্তান-ধারণ ক্ষমতা যার শেষ হয়ে গেছে এবং মাসিক বন্ধ হয়েছে বা যার কোন স্বামী নেই, অথবা বয়সে অতি প্রবীণ এমন বৃন্দা স্ত্রীলোককে বুঝায় (লেইন)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكُثَ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِثْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابَكُمْ وَمِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْيَمٌ^{১৫}

وَإِذَا أَبْلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْمُلْمَمْ فَلَيَسْتَأْذِنُوَا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْيَمٌ^{১৬}

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ زَوْجًا حَافَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضْعَفُنَ ثَيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ^{১৭}

৬২। যে ব্যক্তি অন্ধ তার কোন দোষ হবে না, যে ব্যক্তি খোঁড়া তারও কোন দোষ হবে না এবং তোমাদেরও (কোন দোষ হবে না) যদি তোমরা সবাই নিজেদের ঘরে খেয়ে নাও। (একইভাবে) তোমাদের বাপ দাদার ঘরে বা তোমাদের মায়ের ঘরে বা তোমাদের ভাইয়ের ঘরে বা তোমাদের বোনের ঘরে বা তোমাদের চাচার ঘরে বা তোমাদের ফুফুর ঘরে বা তোমাদের মামার ঘরে বা তোমাদের খালার ঘরে বা সেসব ঘরে যেগুলোর চাবি তোমাদের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে বা তোমাদের বস্তুর ঘরে কিছু খেলেও (তোমাদের কোন দোষ হবে না)। তোমরা একত্রে অথবা আলাদা আলাদাভাবে^[১] খেলেও তোমাদের কোন পাপ হবে না। অতএব ক্ষেত্রে যখন ঘরে প্রবেশ কর তখন তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজেদের লোকদের এক বরকতপূর্ণ ও পবিত্র সালাম উপহার দাও। এভাবেই আল্লাহ^[৮] তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন [৪] তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

★ ৬৩। নিচয় প্রকৃত মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা যখন তার (অর্থাৎ এ রসূলের) সাথে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ^[১]-ক ব্যাপারে একত্র হয় তখন তারা তার অনুমতি না নিয়ে উঠে যায় না^[২]। নিচয় যারা তোমার অনুমতি নেয় তারাই (আসলে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে। অতএব তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তখন তুমি তাদের মাঝে যাকে চাও অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ো। নিচয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ৪ ক. ২৪:২৮।

২০৫৯। এই আয়াত সামাজিক আচার-আচরণের কিছু রীতিনীতি পর্যালোচনা করেছে যার প্রাদুর্ভাব মানব সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ঘটে এবং যা ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে স্বাধীনভাবে সামাজিক মেলামেশাতে বাধা সৃষ্টি করে। সেই সকল অঙ্ক কুসংস্কারকে নাকচ করে দিয়ে ইসলাম পূর্ণ সামাজিক সমতার নির্দেশ দান করে এবং মানুষে মানুষে পরস্পর সংযোগবিহীন শ্রেণীবিভক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা ঘোষণা করে। এখানে সমাজের সকল স্তরের লোকের মুক্ত মেলামেশা ও আদান-প্রদান এবং সমবেতভাবে খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে এমন বাধাসমূহ দূরীকরণার্থে যৌথভাবে আহার করা ইসলাম পছন্দ করে এবং উৎসাহ যোগায়, যদিও পৃথকভাবে খাওয়া-দাওয়া করা ইসলাম নিষেধ করে না। ভারতের হিন্দুরা যেমন ইদনীংকালেও 'অস্পৃশ্য' লোকদের সঙ্গে বসে না বা খায় না, সেইরূপে আরববাসী ও ইহুদীদেরও অন্ধ অথবা সামাজিকভাবে কিছু অক্ষম লোকের সাথে আহার করতে দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। এইরূপ প্রথাকে ইসলাম নিন্দার দৃষ্টিতে দেখে এবং সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোকের সমবেত হয়ে একত্রে আহার গ্রহণ করা এবং নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করাকে উৎসাহ প্রদান করে। 'হারাজ' অর্থ পাপ, আপত্তি, দোষ অথবা অনুযোগ।

২০৫৯-ক। 'আমরিন জামেইন' এর অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যে কারণে জনগণ একত্রে মিলিত হয় যেন ব্যাপারটি স্বয়ং তাদেরকে একত্রিত করে (লেইন)।

২০৬০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْدَاجِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيِّضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
آنفِسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوَاتِكُمْ أَوْ
بَيْوَاتِ أَبَائِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ
بَيْوَاتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ
بَيْوَاتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بَيْوَاتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ خَلِيلِكُمْ أَوْ مَا
مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقَهُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَوَنِيًّا أَوْ
آشْتَأَيْتُمْ فِيَادًا دَحَلْتُمْ بَيْوَاتَ فَسَلِيمَوْ
عَلَى آنفِسِكُمْ تَجْيِيَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبِرْكَةً
طَيِّبَةً هَذِهِ لَكُمْ يَبْتَغِي اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتَ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿৭﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنُوا بِإِيمَانِ
رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَاءَهُمْ
لَهُ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوْهُ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُوْكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِإِيمَانِهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
لِتَعْصِي شَأْنِيْمَ فَادْعُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿৮﴾

৬৪। তোমরা রসূলের ডাকাকে তোমাদের একে অপরকে ডাকার ন্যায় মনে করো না^{১০৬১}। তোমাদের মাঝে ক্ষয়ারা দৃষ্টি এড়িয়ে (পরামর্শ সভা থেকে) চুপিসারে সরে পড়ে নিচয় আল্লাহ তাদের জানেন। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন (এ) ভয় করে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের (জন্য) কোন পরীক্ষা এসে না যায় বা তাদের ওপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আয়াব এসে না পড়ে।

★ ৬৫। মন দিয়ে শুন! আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহরই। তোমরা কী তা তিনি অবশ্যই জানেন। আর [৩] যেদিন তাঁর দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তিনি ৯ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। আর আল্লাহ ১৫ সব কিছু পুরোপুরি জানেন।

দেখুন : ক. ৯৪১২৭ খ. ২৪২৮৫; ১০৪৫৬; ৩১৪২৭।

২০৬০। পূর্ববর্তী কতগুলো আয়াতে মুসলমানদের জন্য নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে সামাজিক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদেরকে কীরণ আচরণ করতে হবে। তফসীরাধীন আয়াত অতি জরুরী জাতীয় বিষয়ে কীভাবে আচরণ করতে হবে সেই ব্যাপারে আলোকপাত করেছে। মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যখন তারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রসূল করীম (সাঃ) এর সঙ্গে কার্যসম্পাদনে রত থাকেন তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া সভা ত্যাগ করা সর্বীচীন নয়। এই আয়াত থেকে এটাও ধরে নেয়া যেতে পারে, জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তি তার কর্ম-স্বাধীনতা হারায়। নবী করীম (সাঃ) অথবা তাঁর খলীফা অথবা তাঁদের স্বীকৃত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে মুসলমানদের সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্তকে প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যই মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

২০৬১। আল্লাহর নবীর (সাঃ) বা ইমামের আহ্বানকে হালকাভাবে গণ্য করা চলবে না। একে অবশ্যই যোগ্য মর্যাদা প্রদান করতে হবে। কারণ এটা সর্বদা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আয়াতের অর্থ এও হতে পারে, নবী করীম (সাঃ) এর অথবা খলীফার প্রাইভেসি বা গোপনীয়তার অনধিকার চৰ্চা করা উচিত নয়, তাঁর অমূল্য সময়ের উপরে অপ্রয়োজনীয় দাবি করাও উচিত নয় এবং সম্মোধন করার সময় তাঁর মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শুন্দা প্রদর্শন করা কর্তব্য।

لَا تَجْعَلُوا دِعَاءَ الرَّسُولِ بَيْتَكُمْ كَذَّاباً
بَقْضِكُمْ بَعْصَاداً قَدْ يَخْلُمُ اللَّهُ الَّذِينَ
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادِيٍّ فَلَيَخْذِرَ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِشْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاباً كَأَيِّنَمْ^{১৪}

أَلَا إِنَّ مِثْوَمَاً فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ
إِلَيْهِ فَيُنَيِّسُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَإِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{১৫}